



225410 - শাইখ ফকীহ মোল্লা আলী আল-ক্বারী (রহঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আলী বনি সুলতান মুহাম্মদ আল-ক্বারী কে? তিনি কি নরিভরযোগ্য, তাঁর থেকে কি ইলম গ্রহণ করা যাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

তাঁর নাম হচ্ছে- আলী বনি সুলতান মুহাম্মদ। উপনাম- আবুল হাসান। উপাধি- নুরুদ্দীন। তিনি একাধারে ফকিহবদি, মুহাদ্দসি ও ক্বারী। বাসস্থানরে ববিচেনা থেকে তাঁকে হারাবী ও মক্কী বলা হয়। তিনি 'মোল্লা আলী ক্বারী' নামে সুপরিচিতি।

তাঁকে ক্বারী উপাধি দিয়া হয়েছে; যহেতে কুরআনরে ভিন্ ভিন্ পঠনপদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। খোরাসানরে প্রধান শহর 'হারাত' এর বাসিন্দা হিসেবে তাঁকে 'হারাবী' বলা হয়। খোরাসান বর্তমানে আফগানিস্তানরে অন্তর্ভুক্ত।

তাঁকে মক্কী বলা হয় যহেতে তিনি মক্কায় সফর করছেন, মক্কার আলমেদরে থেকে ইলম অর্জন করছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানই বসবাস করছেন।

তিনি ৯৩০ হিজরি সালরে দকি 'হারাত' শহরে জন্মগ্রহণ করছেন। সেখানই বড় হয়েছেন, ইলম অর্জন করছেন, কুরআন শরফি মুখস্থ করছেন। তিনি শাইখ মঈন উদ্দীন বনি হাফযে যাইন উদ্দীন আল-হারাবী এর নকিট তাজবদি শিক্ষা লাভ করছেন। তিনি সমকালীন আলমেগণরে নকিট ইলমে দ্বীন অর্জন করছেন। এরপর তিনি মক্কায় চলে আসেন। মক্কাতে থেকে সেখানকার আলমেগণরে নকিট দীর্ঘ ময়াদে ইলমে দ্বীন অর্জন করছেন। এভাবে ইলম অর্জনরে মাধ্যমে মশহুর আলমে পরিণত হন। তিনি হানাফি মাযহাবরে আলমে ছিলেন। তার গ্রন্থাবলি ও জীবনী থেকে সেটাই জানা যায়। হানাফি মাযহাবরে অনেকে মাসয়ালা নিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করছেন এবং এ মাযহাবরে পক্ষে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করছেন।

তিনি দ্বীনদার, তাকওয়াবান ও সুচরিত্ররে অধিকারী হিসেবে পরিচিতি ছিলেন। নিজ হাতে কাজ করে খতেন। তিনি ছিলেন দুনিয়ার বরিগী, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও অল্পে তুষ্ট একজন ব্যক্তি।

মানুষরে সাথে কম মিশতেন। ইবাদত-বন্দগৌতে মশগুল থাকতেন। সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রতি বছর একটা করে কুরআন শরফি লখিতেন। লখিত কুরআন শরফিরে পার্শ্বটীকাতো ক্বরিআত ও তাফসির লখিতেন। সেটা বিক্রি করে যা পতেন তা দিয়ে তাঁর



বছর চলে যতে।

তিনি মনে করতনে শাসকদের নকিটবর্তী হওয়া এবং তাদের উপঢৌকন গ্রহণ করা ইখলাস ও তাকওয়ার পরপিন্থী। তিনি বলতনে: “আল্লাহ আমার পতির প্রতি রহম করুন। তিনি বলতনে: আমি চাই না যে, তুমি আলমে হও; এই আশংকায় যে, তুমি আমীর-ওমরাদের দরজায় ধরনা দবি।” [মরিকাতুল মাফাতীহ (১/৩৩১)]

ইলম, আমল ও নকীর কাজে ভরপুর জীবন কাটয়ি়ে তিনি ১০১৬ হিজরীতে মতান্তরে ১০১০ হিজরীতে মক্কাতে মৃত্যুবরণ করনে। তবে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তিনি ১০১৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করনে এবং মুয়াল্লা নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

তাঁর শকিষকদের মধ্যে রয়ছেনে-

- ইবনে হাজার আল-হাইছামী আল-ফকীহ
- আলী মুত্তাক আল-হিন্দী
- আতয়িয়া বনি আলী আল-সুলামী
- মুহাম্মদ সাঈদ আল-হানাফী আল-খোরাসানী
- আব্দুল্লাহ আল-সিন্দী
- কুতুবুদ্দিনি আল-মাক্কী

তাঁর প্রসদিধ ছাত্রদের মধ্যে রয়ছেনে-

- আব্দুল কাদরে আল-তাবারী
- আব্দুর রহমান আল-মুরশাদী
- মুহাম্মদ বনি ফাররুখ আল-মাওরাবী

লোকেরো তাঁর ভূয়শী প্রশংসা করছেনে:

আল-হামাবী “খুলাসাতুল আছার” গ্রন্থ (৩/১৮৫) এ বলনে:



“তিনি ইলমেরে কর্ণধার, যুগেরে অনন্য, মতামত বচির-বশ্লষণে অতুলনীয়, তাঁর প্রসর্দিধি তাঁর গুণ বর্ণনার জন্য যথেষ্ট।”

আল-ইসামি ‘সামতুন নুজুম’ গ্রন্থ (৪/৪০২) এ বলেন:

“আকলি ও নকলি (বর্ণনানর্ভর ও যুক্তনর্ভর) উভয় জ্ঞানেরে ভান্ডার। হাদসিে রাসূলরে পূর্ণ সুধা পানকারী। মুখস্থ শক্তি ও বোধশক্তিরে জন্য প্রসর্দিধি ও নামকরা একজন ব্যক্তিব।”

লাখনাবি তাঁর ‘আত-তালকি আল-মুমাজ্জাদ’ গ্রন্থে বলেন:

“অত্যুজ্জ্বল ইলম ও স্বনামধন্য মর্যাদার অধিকারী”

এরপর তিনি তাঁর লখিতি বশে কিছু গ্রন্থ উল্লেখ করে বলেন:

এগুলো ছাড়াও তাঁর লখিতি আরও অগণতি পুস্তকি রয়েছে; সবগুলো মূল্যবান।

নোমানী তার ‘আল-বজিতুল মুযজাত’ নামক গ্রন্থ (পৃষ্ঠা-৩০) এ বলেন:

“তিনি ছিলিে সমকালীন আলমেদরে মধ্যে সরো। প্রসর্দিধি ইমাম, মহান আল্লামা। আকলি ও নকলি অনকে জ্ঞানেরে আধার ছিলিে তিনি। হাদসি, তাফসরি, ক্বরিআত, উসুলে ফকিহ, আরবী ভাষা, ভাষাবজ্জিএণ ও বালাগাত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলিে।”

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ও ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) কে তিনি যথায়থ মূল্যায়ন করছেন। তাঁদেরে দুজনরে উপর আরোপতি অভিযোগগুলো তিনি খণ্ডন করতনে এবং তাঁদেরে পক্ষ নিয়ে কথা বলতনে। তাঁর গ্রন্থাবলরি অনকে স্থানে তিনি সলফে সালহেরে আকদি সাব্যস্ত করছেন। যদিও তাঁর গ্রন্থাবলরি কিছু কিছু স্থানে সলফে সালহেরে ‘মানহাজ’ (নীতি) এর পরপিন্থী বিষয় পাওয়া যায়। সসেব ক্ষতেরে তিনি হানাফি-মাতুরদি আলমেগণরে মাযহাব দ্বারা প্রভাবতি হয়েছেন। আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ক্ষতেরে তিনি সলফে সালহেরে পরবর্তী আলমেদরে নীতি গ্রহণ করছেন অথবা আল্লাহর গুণাবলিকে ভিন্নার্থে ব্যাখ্যা করার নীতির অনুসারী ছিলিে। জনেে রাখুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য সবার মধ্যে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় উভয় দকি থাকবে।

দখুন: আস-শামস আল-আফগানি লখিতি ‘আল-মাতুরদিয়্যা’ (১/৩৫০), (১/৫৩৭-৩৪০)।

তাঁর প্রসর্দিধি গ্রন্থগুলো হচ্ছে-

- তাফসরিল কুরআন



- মরিকাতুল মাফাতহি
- শারহু নুখবাতুল ফকির
- আল-ফুসুল আল-মুহম্মাহ
- শারহু মুশকলিতুল মুয়াত্তা
- বদিআতুস সালকি
- শারহুল হাসিনলি হাসনি
- শারহুল আরবায়নি নাবাবয়িয়া
- জাওউল মাআলি
- শাম্মুল আওয়ারদি ফি যাম্মরি রাওয়াফযে
- ফাইয়ুল মুয়নি
- রসিলা ফরি রাদ্দ আলা ইবনে আরাবি ফি কিতাবহি আল-ফুসুস ওয়া আলাল কায়লিনি বলি হুলুল ওয়াল ইত্তহিদ

এছাড়াও আরও অনেকে গ্রন্থ।

আরও জানতে দেখুন:

- যরিকলি এর 'আল-আলাম' (৫/১২-১৩)
 - কান্দালাবি এর 'আত-তালকি আস-সাবহি আল মশিকাতলি মাসাবহি' (পৃষ্ঠা-৬)
 - লাখনাবি এর 'আত-তালকিত আস-সানয়িয়াহ' (পৃষ্ঠা ৮-৯)
 - মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আল-শামা এর 'আল-মোল্লা আলী আল-ক্বারি ফহিরসি মুআল্লাফাতহি ওয়ামা কুতবি
- আনহু

আল্লাহই ভাল জানেন।